দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪
SEP 25 2002

আবাসিক হলের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে না ঢাবি কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে হল প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। হল গেটের পুলিশও হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। রোববার হল খোলার পর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে প্রবেশ করতে হবে। হলের কার্যক্রম পরিচালনার

সুবিধার্থে প্রত্যেক হল প্রভোস্টকে কর্তৃপক্ষ মোবাইল ফোন সরবরাহ করবেন। গতকাল নতুন উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সভাপতিত্বে হল প্রভোস্ট ও ডিনদের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ করা হয়েছে।

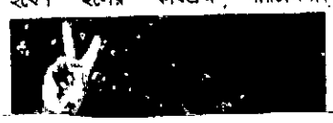

বেলা ১১টা থেকে ২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দীর্ঘ বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান, প্রক্টর এএসএম আতিকুর রহমান এবং সহকারী প্রক্টররা উপস্থিত

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

ঢাবি : হল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন।

সূত্র জানায়, রোববার সকাল ৯টায় আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময় হল গেটে নিজ নিজ হল প্রভোস্টের নেতৃত্বে হাউজ টিউটররা উপস্থিত থাকবেন। তারা পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রছাত্রীদের হলে প্রবেশ করাবেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রীর পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে বা ভুলে না আনতে পারলে কর্তৃপক্ষ তার আবাসিকতা প্রমাণ সাপেক্ষে হলে প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেক আবাসিক ছাত্রকে নিজ নিজ আসনে থাকতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে কর্তৃপক্ষ হলের প্রতি ফ্লোরে 'সংশ্লিষ্ট কক্ষগুলোর আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের নাম লিখে বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন। হল ডাইনিংয়ে খাবারের মান উন্নত করতে হল -[illegible]াসন সরাসরি তদারকি করবে। এখন থেকে হল প্রশাসন লেমিনেটিং পরিচয়পত্র প্রদান করবে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক হলে একটি করে লেমিনেটিং মেশিন সরবরাহ করবেন। মেশিন ক্রয়ের জন্য এরই মধ্যে ৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

জানা যায়, হল প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোন হলে পুলিশ প্রবেশের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হাউজ টিউটরদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া ক্যাম্পাসের সব অবৈধ দোকান এবং রিকশার গ্যারেজ ভেঙে ফেলা হবে।